আজকের কাগজ 12

তারিখ 09 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আসন ৪ হাজার ঃ দরখাস্ত ৪৪ হাজার

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্যে চারটি ইউনিটে সর্বমোট ৩ হাজার ৬শ' ৯২টি আসনের জন্যে মোট দরখাস্ত পড়েছে ৪৪ হাজার ২শ' ৬৫টি। 'ক' ইউনিটে ৭শ' ১৩টি আসনের জন্যে ১২ হাজার ৬শ' ১৬টি দরখাস্ত পড়েছে। এ ইউনিটে একটি আসনের জন্যে ১৭ জনেরও বেশি প্রার্থী রয়েছে। 'খ' ইউনিটে ১ হাজার ৬শ' ৮৩টি আসনের জন্যে ৯ হাজার ৬শ' ৭৫টি দরখাস্ত পড়েছে। প্রতিটি আসনে প্রায় ৬জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। 'গ' ইউনিটের ৬শ' আসনের জন্যে দরখাস্ত পড়েছে ৬ হাজার ১শ' ১০টি। এই ইউনিটে প্রতিটি আসনের জন্যে আবেদন পত্র পড়েছে ১০টি। 'ঘ' ইউনিটের ৭শ' সংরক্ষিত আসনের মধ্যে আবেদন পত্র পড়েছে ১৫ হাজার ৮শ' ৬৪টি। 'এ' ইউনিটে একটি আসনের জন্যে ২২ জনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হবে।

গতকাল রোববার ছিলো দরখাস্ত জমা দেয়ার শেষ দিন। শেষ দিনে ক্যাম্পাসে হঠাৎ সন্ত্রাসী ঘটনায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভর্তি হওয়ার মানসে দরখাস্ত জমা দিতে এসে শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাসের কবলে পড়েছিলো। শত শত ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী লাইন দিয়ে ফরম জমা দিচ্ছিলো। হঠাৎ দুপুর সাড়ে বারটার দিকে শিক্ষার্থীদের কলকাকলীমুখর ক্যাম্পাস আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে। সন্ত্রাসের সঙ্গে যাদের নিত্য পরিচয় তারা সাবধানে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলো। কিন্তু ভর্তির ফরম জমা দিতে আসা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা গুলির শব্দে দিগ্বিদিক ছুটে পালালো। ওরা সন্ত্রাসের কথা শুনেছে কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিলো না। ভর্তির আবেদন পত্র জমা দিতে এসেই গুলি, বোমা, টিয়ার গ্যাসের অভিজ্ঞতা হলো।

প্রতি বছরের মতো এবারেও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ফরম জমা দিতে এসে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিশেষত ফরম জমা দেয়ার শেষের দিনগুলোতে প্রচন্ড ভিড় পরিলক্ষিত হয়। প্রচন্ড রোদে কিউ দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আবেদন পত্র জমা দিতে। ব্যাংকেও ভিড় ছিলো। প্রতিটি ইউনিটের জন্যে ফরম নেয়া ও জমা দেয়ার একাধিক ব্যবস্থা থাকলে এমনটি হতো না। ব্যাংক থেকে ফরম নিতে ব্যর্থ হয়ে অনেককে 'কালো বাজারে' বেশি টাকা দিয়ে ফরম কিনতে দেখা যায়।

এবারে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে-ভাগে না জানানোর ফলে অনেক শিক্ষার্থী বিশেষত মফস্বলের ভর্তিচ্ছুরা অসুবিধার সম্মুখীন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবারে 'নৈর্ব্যক্তিক' প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেবেন। প্রসপেকটাসে প্রশ্ন পত্রের নমুনা দেয়া হলেও তা বোঝার জন্যে পর্যাপ্ত নয় বলে একজন আবেদনকারী জানালো। প্রশ্ন পত্রের ধরন সম্পর্কে আগে-ভাগে না জানানোর ফলে অনেক শিক্ষার্থী অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকবে।